দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 OCT 1987
পৃষ্ঠা .... কলাম

12

ঢাকা বোর্ডের ১৬টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অপসারণের সুপারিশ

।। মনোজ রায় ।।

বোর্ডের নিয়ম ও নির্দেশ লংঘন করে অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত দেখিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানের অভিযোগে ঢাকা বোর্ডের অন্তর্গত ১৬টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অপসারণের জন্য বোর্ড থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর ম্যানেজিং কমিটির প্রতি সুপারিশ করা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব স্কুলের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেবার জন্যও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দেশ ভংগের অভিযোগে গত শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এই স্কুলগুলোর শ'পাঁচেক ছাত্রছাত্রীর ফলাফল স্থগিত অথবা পাসের প্রমাণপত্র আটকে রেখেছেন। অভিযুক্ত স্কুলগুলো হচ্ছে বন্দর উপজেলার কুড়িপাড়া হাই স্কুল, শিবপুর উপজেলার পুটিয়া হাই স্কুল, নরসিংদী উপজেলার বাগহাটা মীর আফতাব হাইস্কুল, বেলাবো উপজেলার নুকুনি হাইস্কুল, শ্রীবর্দি উপজেলার বটপুর এইচ, ইউ হাইস্কুল, ভাঙ্গা উপজেলার পূর্ব-সরদদি হাইস্কুল, গৌরীপুর উপজেলার চাপপুর হাইস্কুল, ডোহাবোলা হাইস্কুল সাহাগঞ্জ হাইস্কুল, ত্রিশাল নজরুল একাডেমী, দরিরামপুর সোনার বাংলা হাইস্কুল, কিশোরগঞ্জ উপজেলার নান্দোলা আজনউদ্দিন হাইস্কুল, গফরগাঁ উপজেলার কান্দিরপাড়া আক্কর আলী হাইস্কুল, নকলা উপজেলার গৌরদার হাইস্কুল, মেলান্দহ উপজেলার হাসিমারা পুটিয়াপাড়া হাইস্কুল ও ভালুকা উপজেলার ভালুকা পাইলট হাইস্কুল।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় এই স্কুলগুলির সকল ফলাফল স্থগিত করে রেখেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অননুমোদিতভাবে অংশগ্রহণকারী বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও স্কুল ত্যাগের সনদপত্র সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে, জরিমানা আদায় সাপেক্ষে তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে না পারার জন্য এখনো শ'পাচেক ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল অপ্রকাশিত রয়েছে।

প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থীদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় পরিবর্তনের ওপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের মতে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলো থেকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী মফস্বলের স্কুলগুলোতে ভিড় জমায়। মফস্বলের স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষক মোটা অংকের বিনিময়ে এদের স্কুলের পুরাতন ও নিয়মিত ছাত্র দেখিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মফস্বলের একটি স্কুল থেকে তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণেরও নজির আছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন, মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অসদুপায় ও গণটোকাটুকির অন্যতম কারণ হচ্ছে এসব ছাত্রছাত্রীর ভিড়। এই অবৈধ প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্য থেকেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই সুপারিশ করেছেন বলে জানা গেছে।